দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

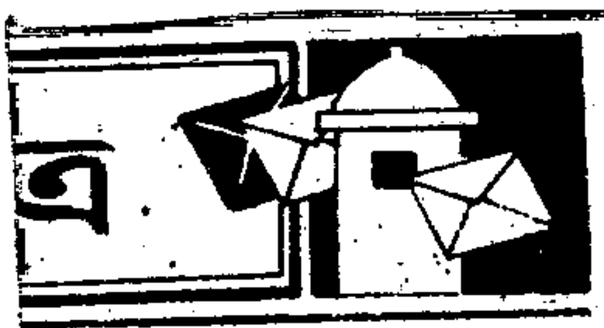



দক দায়ী নন

## বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রসঙ্গে

সারা দেশে বেশকিছু সংখ্যক কলেজকে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। মূলত রাজনীতি করার খায়েশ থেকেই 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' ঘোষণা করে দলীয় নেতাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং ভবিষ্যতে রাজনীতিতে একটা কীর্তি স্থাপন মানসেই এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,

এতে সচেতন দেশবাসীর কোন সন্দেহ নেই। আমরা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চাই– নামসর্বস্ব রাজনীতির আখড়া চাই না। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী ও স্নাতক (পাস) কোর্স অবিলম্বে প্রত্যাহার করে শুধুমাত্র সকল বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হলেও কপালে 'রাজটিকা' এঁটে দিয়ে উল্লিখিত শ্রেণীগুলো চালু রাখা অর্থহীন। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী ও স্নাতক (পাস) কোর্স থাকতে পারে না।

আমাদের ময়মনসিংহ শহরে আনন্দ–মোহন সরকারি কলেজের কপালেও 'রাজন্য'দের দেয়া 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' অভিধাটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কলেজটি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালে। ১৯৬৪ সালে এটি সরকারিকরণ করা হয় এবং সে বছরেই বাংলা ও সাধারণ ইতিহাসে অনার্স চালু করা হয়। পরবর্তীকালে আরো কতগুলো বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু বহু লেখালেখি, দেনদরবার করেও উক্ত কলেজে ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস, ভূগোলসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার জন্য কর্তাদের মন গলানো যায়নি। সম্প্রতি (১৯৯৪–৯৫) সেশন থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজিতে মাষ্টার্স প্রথম পর্ব চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতিতে অনার্সসহ মাষ্টার্স চালু ছিল। এবার অর্থনীতিতে প্রথম পর্ব এম এ খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩৫০টি আবেদনপত্রের প্রেক্ষাপটে ৩০ জনের ভর্তির বাছাই পরীক্ষা হয়ে গেছে। ইংরেজিতেও ৩০০–এর ওপর ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের ৩০ জনের বাছাই পরীক্ষা হয়ে গেছে। এত সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৩০ জন করে নির্বাচন করা যেন এক খেয়ালী–পনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে আবেদন এ সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত প্রথম বছরে ৮০ জন করে প্রতি বিভাগে করা হোক।

আনন্দমোহন সরকারি কলেজের ওপর থেকে চাপ কমাবার জন্য অবিলম্বে এ শহরে অবস্থিত তিনটি ছেলেদের ও ময়মনসিংহ মহিলা কলেজ নামে একটি বেসরকারি কলেজের মধ্য থেকে কমপক্ষে ২টি কলেজ সরকারিকরণ করার জন্য কর্তাদের নেকনজর কামনা করছি। এতদ্‌সঙ্গে মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স চালু করার জোর দাবি জানাচ্ছি। আমরা জানি, বাংলাদেশের কোন কোন জেলার প্রায় প্রতিটি থানায় সরকারি কলেজ আছে, অথচ ময়মন–সিংহের মত একটি জনবহুল ( তেরটি থানা সমন্বিত) জেলায় সরকারি কলেজ মাত্র পাঁচটি। এর মধ্যে দু'টি দুই থানা সদরে অবস্থিত। বাকি ১১টি থানা সদরের দীর্ঘ ২০/২২ বছরের পুরনো কলেজগুলো জাতীয়করণের নামগন্ধও নেই। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা (সাংসদগণ) এ ব্যাপারে কোন চেষ্টা তদ্‌বির করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

আনন্দমোহন 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'কে পূর্ণাঙ্গ রূপদান, শহরে আরো দু'তিনটি কলেজসহ প্রতি থানা সদরে অবস্থিত কলেজগুলো সরকারিকরণের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে আগামী সাধারণ নির্বাচনে ময়মনসিংহের জনগণ বর্তমান নেতৃত্বকে বেকায়দায় ফেলবে এতে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমরা সে লক্ষ্যে এখন থেকেই কাজে নেমে পড়বার জন্য শ্রদ্ধেয় নেতাদের অনুরোধ করছি।

আবদুল কাদির খান
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সরকারি কলেজ,
আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার্স,
মুন ম্যানশন, লিচুবাগান,
ময়মনসিংহ